কামেল পীরের আলামত

—০:)*(:০—

জোব্দাতোল ওলামা যাহিয়ে বেদায়াত মোহিয়ে ছুন্নত
মুফতিয়ে বাঙ্গালা জনাব ফখরুল মোহাদ্দেসীন
বিখ্যাত ওয়াজে কামেল

ছুফী মওলানা আবুজাফর ছাহেবের
ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়

মৌলবী শরফুউদ্দিন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

—:*:—

সন ১৩৫৫ সাল

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

Scanned by CamScanner

কামেল পীরের আলামত

——০ঃ)*(ঃ০——

আমার হিন্দুস্থান ও বাংলার অনেক যায়গায় যাইবার সুযোগ হইয়াছে। তাহাতে অনেক মোসলমান ভাইদিগের সহিত আলাপ পরিচয় দ্বারা তাহাদিগের মনের অনেক কিছু হাবভাব জানিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে পীর, অলী সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত ও আকায়েদ থাকাটাই—বলিবার বিষয়। কেহ বদ অভ্যাস, কুধারণা, কুরীতি ও শরিয়ত-বিরোধী কার্য্যকেই পীর মোরশেদের লক্ষণ বলিয়া ধারণা করিয়াছে; কেহবা পানি ও হাওয়ার উপর চলা বা আগুনের মধ্য দিয়া যাওয়া ইত্যাদি আশ্চর্য্যজনক কার্য্যকেও কামেলী ও বুজর্গী মনে করিয়াছে। কেহবা যাদু, তেলেসমাৎ, স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য, কাশ্‌ফ, ও কারামত ইত্যাদিকে বড় অলী ও দরবেশদিগের প্রধান লক্ষণ গণ্য করতঃ এইরূপ ভ্রান্ত ও বাতেল খেয়ালে মুগ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক অনেক দরবেশভক্ত বৃদ্ধ ও যুবককে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন তাহাদের মধ্যে অলী দরবেশের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়, অন্য পরিচয় না দিয়া প্রথমেই তাহাদিগের কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণনা করিয়া থাকে। তাহাতে মনে হয়, যেন ইহারা ঐ সমস্ত আশ্চর্য্য ঘটনাগুলিকেই কামেল পীর হইবার প্রধান লক্ষণ মনে করে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাদিগের নিকট হইতে এমন কথা শুনিতে পাওয়া গেল না যে, অমুক অলী বা দরবেশ পাকা শরিয়তপন্থী, সুন্নতের অনুসরণকারী, আশেকে-রসুল, কোরান হাদিস ও ফেকাহের

Scanned by CamScanner

আদেশ মান্য করতঃ পূরাপূরী আমল করিতেন। বন্ধুগণ! উপরোক্ত বাতেল ও বেদাতি ধারণা যাহা, সাধারণ মোসলমান এমন কি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেও প্রচার পাইয়াছে। সেই সকল বিপদজনক কুধারণা হইতে মোসলমান ভাইগণকে রক্ষা করিবার জন্য আজ এই পুস্তক প্রচার করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। সর্ব্বপ্রথমে এই কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবেন যে, শরিয়ত-বিরোধী কার্য্য করিয়া কেহ কখনও পীর, অলী, দরবেশ, ফকীর গওস, কোতব বা প্রকৃত আলেম হইতে পারে না। মোরশেদে বরহক ও পীরে-কামেলের লক্ষণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

১ম--শরিয়তের আদেশগুলি যাহা আমাদিগের নিত্যকার্য্যে আবশ্যক হয়, সেই পরিমাণ পড়িয়া আমল করা বা প্রকৃত আলেমদিগের নিকট জ্ঞাত হইয়া সেইরূপ কার্য্য করা—যাহা দ্বারা আকায়েদ (এসলামের মূল বিশ্বাস) সমূহ ও আমলের বিকৃতি হইতে আপনাকে ও মুরিদগণকে রক্ষা করিতে পারেন। কারণ, যে নিজে অন্ধ সে কিরূপে অপরকে পথ দেখাইবে ?

২য়—মোত্তাকী হওয়া অর্থাৎ কবিরা (বড়) গোনাহ হইতে দূরে থাকা এবং সগিরা (ছোট) গোনাহ পুনঃ পুনঃ না করা।

৩য়—দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হইয়া আখেরাতের চিন্তায় লিপ্ত থাকা এবং বাহ্যিক ও আন্তরিক এবাদতে রত থাকা। নচেৎ খারাপ আছর (কুপ্রভাব) মুরিদগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইবে।

৪র্থ—মুরিদগণের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাহাদিগের মধ্যে শরিয়ত-বিরুদ্ধ কোন কুভাব দেখিলে, তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া।

৫ম—প্রকৃত শরিয়ত ও তরীকতপন্থী পীরের নিকট মুরিদ হইয়া এবং তাঁহার নিকট বহুদিন যাবৎ থাকিয়া নূরে-বাতেন

Scanned by CamScanner

ও এৎমেনানে কল্‌ব হাসেল করতঃ পীরিমুরিদীর এজাজত প্রাপ্ত হওয়া।

৬ষ্ঠ—তাঁহার শিক্ষায় যেন এইরূপ আছর থাকে যে, দীন এসলামের প্রতি মুরিদের মন আকৃষ্ট হয় এবং মুরিদগণের মধ্যে অধিকাংশ ভাল দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি প্রভাবযুক্ত পীর। তাঁহার মুরিদগণের মধ্যে যদি দুই একজন মন্দ হয়, তাহা হইলে, পীরের প্রতি সন্দেহ করিবেন না। পীরগণের যে তাছিরের কথা শুনা যায়, তাহা অন্য কিছু নয়। ইহাই তাছির বলিয়া গণ্য করিবেন। অন্য কোনরূপ তাছিরের প্রতি লক্ষ্য করিবেন না। যথা—তিনি যাহা বলিয়া দেন তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়, তিনি যদি কোন রোগীকে স্পর্শ করেন, সে আরোগ্য লাভ করে, তিনি যে কার্য্যের জন্য তাবিজ দেন, তাহা সফল হইয়া যায় এবং তিনি এরূপ তাওয়াজ্জহ দেন, যে মুরিদগণ গড়াগড়ি যায়। সাবধান, উপরোল্লিখিত তাছিরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিপথে যাইবেন না।

প্রকাশ থাকে যে, কাশ্‌ফ, কারামত প্রকাশ হওয়া, পীর হইবার শর্ত্ত নহে।

উপরে বর্ণিত ছয়টী লক্ষণ যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, তাঁহার হাতে মুরিদ হইতে পারিবেন ও তাঁহার তাবেদারী করা যাইতে পারে এবং তিনি প্রকৃত পীর হইবার যোগ্য। যদি এইরূপ পীর হইতে ঘটনাক্রমে কোনরূপ গোনাহ প্রকাশ পায়, তবে তিনি নিজে নিজে তওবা করিবেন, কিন্তু মুরিদগণের তাঁহার প্রতি কুধারণা করা চলিবে না। এইরূপ পীর হইতে যদি কোন কারামত (অস্বাভাবিক কার্য্য) প্রকাশ পায়, তাহা বরহক জানিবেন।

ইহাও জানিয়া রাখা দরকার যে, হজরত বড় পীর ছাহেব

Scanned by CamScanner

ফতুহল গায়েব কেতাবে লিখিয়াছেন যে, যে হকিকত-বিত্যার প্রমাণ শরিয়তে পাওয়া যায় না, তাহা কুফরী। হজরত জোনায়েদ বোগদাদী (রঃ) বলিয়াছেন যে, আমাদিগের এই হকিকত-বিত্যা কোরান হাদিসের দ্বারা দৃঢ় করা হইয়াছে। যদি তরীকতপন্থী হইতে কোরান হাদিসের খেলাফ কোন কার্য্য প্রকাশ পায়, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তির তাবেদারী করিবে না, (সে পীর হইবার অযোগ্য)। হজরত মোজাদ্দেদ আল্‌ফেসানী (রঃ) মাক্‌তুবাতে ১ম খণ্ড ৩৬ পৃঃ লিখিয়াছেন যে, তরীকত এবং হকিকত, শরিয়তের খাদেম। উক্ত তরীকত ও হকিকত হাসেল হইলে শরিয়ত পূর্ণ হয়। মকতুবাতের অন্যত্র লেখা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, যে আলেম, নবী করিম (সঃ) এর নায়েব বলিয়া দাবী করেন, তাঁহার জন্য তরীকত ও হকিকতের জ্ঞান লাভ করা একান্ত দরকার, তাহা না হইলে, তিনি প্রকৃত আলেম বা নায়েবে নবী বলিয়া দাবী করিতে পারেন না। শরীয়ত ও হকিকতের উদাহরণ এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে; যেমন দুধ আর মাখন।

আজকাল হিন্দুস্থান ও বাংলায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক মানুষরূপী শয়তানের চেলা আপনাদিগকে পীর মোরশেদ ও সরল পথ-প্রদর্শক বলিয়া দাবী করে। তাহা-দিগের পরিচয়ের জন্য নিম্নে তাহাদিগের শরিয়ত-বিরুদ্ধ ভণ্ড মত ও কার্য্যসমুহ প্রকাশ করা যাইবে। তাহা না হাদিস, কোরান, ফেকাহ ও তসওউফের কেতাবে দেখিতে পাওয়া যায়, না হজরত বড় পীর সাহেব, হজরত খাজা আজমীরী, হজরত খাজা নক্‌সবন্দ ও হজরত সেখ মোজাদ্দেদ আল্‌ফেসানী (রাঃ) ছাহেবানদিগের কেতাবে দেখিতে পাওয়া যায়; না, কোন কাদেরিয়া, চিস্তিয়া, নক্‌সবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া তরীকায়

Scanned by CamScanner

ঐ সমস্ত ভণ্ড বেদাতী মতের নাম গন্ধও পাওয়া যায় না, কেহ কোন্ বিশ্বাসযোগ্য কেতাব হইতে প্রমাণ কারতে পারে।

ঐরূপ ভ্রান্ত মত ও কার্য্যসমূহ যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে উহা আমল করে এবং তাহা জেদের বশীভুত হইয়া দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে এইরূপ ভণ্ড বেদাতী দরবেশ পীরের নিকট মুরিদ হওয়া বা ঐরূপ কাহারও মতাবলম্বী হওয়া, নাজায়েজ ও হারাম জানিবেন। যদি কোন সময়ে কেহ কোন শয়তানী চক্রে পড়িয়া মুরিদ বা তাহার মতাবলম্বী হয়েন, তাহা হইলে, এই প্রকার মুরিদী ভঙ্গ করতঃ এবং ঐ সমস্ত বাতেল মত হইতে দূরে থাকিয়া ঐরূপ পীরকে ত্যাগ করা ফরজ জানিবেন। যদি ঐ প্রকার পীর হইতে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে, তাহা যাদু বা অন্য কোন জ্বেনের আমল বা শয়তানী এবং নফ্সানী প্রভাব বলিয়া জানিবেন।

ভণ্ড ও বাতেল পীরের মতামত; যথা ঃ—পীর, মোরশেদ, কবর, আস্তানা, তাজিমের জন্য সেজদা করা; আস্তানা, কবর, চৌকাঠ, সিড়ি ইত্যাদি চুম্বন করা, উক্ত বদ কার্য্য হইতে কাহাকেও মানা না করা। গান ও কাওয়ালীর মজলেস করা, গান, বাজনা, কাওয়ালী ইত্যাদি শুনা। মোহে পড়িয়া বিড়ি সিগারেট ও হুক্কা ইত্যাদির ধুমপান করা, বেপর্দ্দার সহিত স্ত্রীলোকদিকগে মুরিদ করা; মারেফাতকে শরিয়ত হইতে পৃথক জানা, মিথ্যা কবর তৈয়ার করা, উচ্চৈঃস্বরে জেকের করা, যাহাতে মুসল্লি বা নিদ্রিত ব্যক্তি উত্যক্ত হয়। উৎকট লম্ফঝম্ফ করিয়া ওয়াজদ্ করা, চেহলেম বাহির করা, মোরশেদ নিজে পর্দ্দা করতঃ স্ত্রীলোকদিগের দলের মধ্যে ঢুকিয়া মুরিদ করা, শরিয়ত বিরুদ্ধ কবিতা ইত্যাদি পাঠ করা, মহরমের

Scanned by CamScanner

তাজিয়া, এমাম হাসেন হোসেনের দরগাহ তৈয়ার করা (ইহা আকবর ও দিল্লীর শিয়া বাদশা হইতে প্রচলিত হইয়াছে)। পীরের অধিকাংশ মুরিদ বেহেদায়েত, দাড়িমুণ্ডা ও বেনামাজী হওয়া। কোন পীরের ছবি রাখা, শিয়া মত পোষণ করা, পীরের নামের অজিফা পাঠ করা, ফকিরী বিদ্যা সিনা-বা-সিনা আসা, যাহা কোরান হাদিসের বিপরীত। পীরের দামন ধরিয়া উদ্ধার হওয়া, যদিও সেই পীর শরিয়তের বিরোধী কাজ করেন। আমল ও হামজাতের দ্বারা গায়েবী কথা বলিয়া মানুষকে বাধ্য করা, দেলে দেলে খোদা দেখা, কেবল আপন বংশজাত লোক ব্যতীত অন্য কেহ পীর না হওয়া, সৈয়দ ব্যতীত কেহ পীর না হওয়া, পীরের ছেলে পীর হওয়া, যদ্যাপি সে শরিয়তের খেলাপ চলে। পীর ও নবীকে মজলেসে হাজের নাজের জানা, পীরকে সর্ব্বজ্ঞ জানা, বেশরা তাবিজ ইত্যাদি দেওয়া, কবরের উপর ফুল, সির্নি, নজর, নেয়াজ, মান্নত ইত্যাদি চড়ান, মোরদার জন্য সুন্দূক তৈয়ার করতঃ তাহার উপর "ইহা আবদুল কাদের সাইয়াম লিল্লাহ" ও মোরশেদের কলমা লিখিয়া ফুলের বিছানার উপর মোরদাকে শোয়াইয়া সুন্দুক সমেত দাফন করা, রওজাপাকের গোসল দিয়া সেই পানি সকলকে বিতরণ করা, নামাজের কাতারে পীরের পৃথক ভাবে দাঁড়ান, পীরকে খোদা বা রসুলের মত তাজিম করা, কিম্বা রসুল (সঃ)কে হকিকতে খোদা জানা, পীর জেকের করিতে করিতে আল্লাহতে লীন হওয়ার দাবী করা, মাছ, গরুর গোসত্ ও লবণ খাওয়া ফকিরীতে নাজায়েজ জানা, এসলামের প্রচার ও তবলীগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহা না করিয়া কোটরগত ভাবে জীবন যাপন করা, মিষ্ট সুরে স্ত্রীলোকদিগের মজলেসে কবিতা ইত্যাদি পাঠ করা, প্রকৃত

Scanned by CamScanner

হানাফী, শরিয়ত ও তরীকতপন্থী পীর ও আলেমদিগকে ওহাবী বলা, নাজায়েজ ও হারাম কার্য্য অবলম্বন করা ও তাহার প্রতি জেদ করা, এইরূপ শরা খেলাপ কাজ করা সত্ত্বেও আপনাকে হানাফী, কাদেরী, চিস্তি প্রভৃতি দাবী করা। বোগ্দাদী পীরের দাবী করতঃ আপনাকে বড় পীর সাহেবের আওলাদ বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিন্তু শরিয়ত বিষয়ে আদৌ জ্ঞান না রাখা, উত্তর পশ্চিম মুখে বোগ্দাদী সেজদা করা (অর্থাৎ বোগ্দাদ শরীফের দিকে মুখ করিয়া সেজদা করা)। স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় রঙ্গিন কাপড় এবং চুড়ি পরিধান করিয়া পীরকে স্বামী ধারণা করা, কোরান শরীফ চল্লিশ পারা ধারণা করা, তন্মধ্যে দশ পারা সিনা-বা সিনাফকীরদিগের নিকট আসা, কবরকে পয়সা রোজগারের পন্থা করা, বালা দফার জন্য হাতে চিমটা রাখা, মাথার লম্বা জটা রাখা। স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া ওয়াজদ্ করা, মিথ্যা অমূলক ঘটনা ইত্যাদি প্রচার করা, গলায় হিন্দুদিগের ন্যায় মালা রাখা, স্ত্রীলোক দিগের পর্দ্দা করা নাজায়েজ জানা, স্ত্রীলোক-মুরিদের দ্বারা পা-হাত টিপান, পীরের জন্য নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত মাফ হওয়া, পেসাব, মণি, বীর্য্য ইত্যাদি খাওয়া, গাঁজা, সিদ্ধি সেবন করা, খোদার জন্য আরশ তৈয়ার করা—বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এইরূপ মত অবলম্বন করতঃ বদ আমল করা, বিদ্যা শিক্ষা না করা বা মুর্খ হওয়া, সশরীরে হজরত নবী করিম (সঃ) এর মেরাজ হওয়া অস্বীকার করা, ফেকাহর কেতাব সমূহকে ঘৃণা করা, আপনাকে এমাম মেহদি, ঈসা ও নবী হইবার দাবী করা, খাজা সাহেবের ঝোপড়া তৈয়ার করতঃ স্ত্রীলোকদিগের মাথার উপর খাজা সাহেবের অবতীর্ণ হওয়া। আবুজেহেলের হাতে যে কঙ্কর কলমা পঁড়িয়াছিল ও

Scanned by CamScanner

নবি করিম (সঃ) পেটে যে পাথর বাঁধিয়া ছিলেন, (ইহা ঠিক নহে—খাছায়েছ ছিওতি দ্রষ্টব্য) তাহা পাইবার দাবী করা, ইহার প্রমাণার্থে ভিত্তিহীন অমূলক সনদ বাহির করা, আজানের পরিবর্ত্তে ঘণ্টা দেওয়া, সূর্য্যাস্তের দশ মিনিট পরে এফতার করা, তারাবির নামাজের ভিতর এক খতম কোরান পড়া সুন্নত না মনে করিয়া নামাজের শেষে তাহা বসিয়া শুনাকে জায়েজ জানা, পীরের নামাজের জামাতে হাজির না হওয়া ইত্যাদি। (আয় আল্লাহতায়ালা। আমা-দিগকে উপরোক্ত বাতেল ও নাজায়েজ আকায়েদ হইতে রক্ষা কর। আমীন! এই পুস্তক প্রচার করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, হজরত নাবী করিম (সঃ)এর কওল মত লোককে মন্দ কার্য্য হইতে রক্ষা করা এবং বেদাদী, ভণ্ড, বাতেল সম্প্রদায়ের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া অশেষ সওয়াব লাভ করা। আশা করি, প্রত্যেক মুসলমান এই পুস্তক পাঠ করতঃ সাধ্যমত ইহা ছাপাইয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিবেন এবং ইহা আপনার গৃহে লাইব্রেরীতে রাখিয়া এবং আপনার ভাই বহিন বন্ধু-বান্ধব-দিগকে পড়িতে দিয়া তাহাদিগকে গোনাহ হইতে বাঁচাইবেন এবং ইহা দ্বারা যত লোক হেদায়েত পাইবে; সেই পরিমাণ সওয়াব হাছেল করিবেন। হাদিস—"আখেরী জামানায় আমার ওম্মতের মধ্যে একটা দল এরূপ হইবে যে, তাঁহা-দিগের সওয়াবের প্রতিফল প্রথম কালের ওম্মতের (সাহাবা-গণের, সওয়াবের প্রতিফলের ন্যায় হইবে। তাঁহারা নেক কাজ করিবার জন্য লোককে হুকুম করিবেন ও বদ্ কাজ হইতে নিষেধ করিবেন এবং বেদাতী সম্প্রদায়ের সহিত বাদ-প্রতিবাদ বা প্রতিকুলাচরণ করিবেন—" বোখারী ও মোস্‌লেম

—আবুজাফর।

Scanned by CamScanner

ফখ্‌রোল মোহাদ্দেছিন ওয়ায়েজে কামেল জনাব মখ্‌তুম

মাওলানা হাজী আবু জফর সাহেব প্রণীত—

১। **তাবাকাতোল এজাম** ঃ—ইহাতে প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস, মোফাস্‌সের, ফকিহ, অলি, ঐতিহাসিক শায়ের, আলিয়া-কলিকাতা, দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় যে সব কেতাব পড়ান হয়, তাহার লেখকদের জীবনী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণ বিশেষতঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ ইহা হইতে অশেষ উপকার পাইতে পারিবেন। মূল্য ৸০ আনা।

২। **মিন্নাতোল মুগিছ ফি এস্তেলাহেল ফিকহে অল্ হাদিছ** ঃ—ইহাতে ফেকাহ ও হাদিছের এস্তেলাহ ব্যবহার উৎকৃষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। মূল্য ৷৶০ আনা।

৩। **ফুরফুরার ইতিহাস** ঃ—ইহাতে ফুরফুরা শরীফের এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমুহের অলী আল্লাহ-গণের জীবনী ও ফুরফুরা শরীফের লড়াই এবং বিবরণ লিখিত আছে। মুল্য ।০ চারি আনা।

৪। **আল্ মউজুয়াত** ঃ—ইহাতে মিথ্যা হাদিস, যাহা প্রবঞ্চকগণ এছলামে রোখনা সৃষ্টি করিবার জন্য মনগড়া হাদিস তৈয়ার করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছে। মিথ্যা কাহিনী ও ঐ সকল কেতাবের নাম, যাহা মিথ্যা ঘটনায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে বা ভ্রষ্ট আকায়েদ ও গলৎ মছায়েল ইত্যাদি বহুত ফায়দামান্দ কথা ইহাতে

Scanned by CamScanner

লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সকল মোসলমানের জন্য বিশেষ উপকারী কেতাব। মুল্য ১৲ টাকা ;

৫। **নবি করিম (দঃ) এর ফাতাওয়া** ঃ—ইহাতে ছাহাবাগণ নবী (দঃ)এর নিকট যে সমস্ত প্রশ্ন করিতেন এবং তিনি তাহার যে উত্তর দিতেন, তাহা বিখ্যাত বিখ্যাত হাদিছের কেতাব হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, ইহার যাবতীয় আয় ফুরফুরা মাদ্রাসায় ওকৃফ করা হইয়াছে। মুল্য ৶০ আনা।

৬। **মোনাজাতে রছুল (দঃ)** ঃ—যে সমস্ত দোওয়া পড়িয়া নবী (দঃ) আল্লার দরবারে মোনাজাত করিতেন, ইহাতে তাহা লেখা হইয়াছে। মূল্য এক আনা।

৭। **নায়াল শরীফের নক্সা** ঃ—নবি (দঃ) মের নায়াল শরীফের নক্সা নিজের সঙ্গে রাখিলে কি কি ফল হয় তাহা বিখ্যাত বিখ্যাত কেতাব হইতে লেখা হইয়াছে। ইহার আয় পাবনা উলট মাদ্রাসার জন্য ওক্‌ফ করা হইয়াছে। মূল্য /০ এক আনা।

মৌলবী এনায়েতুল্লা সাহেব প্রণীত

গলৎ **মছলা সংশোধন** ঃ—ইহাতে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সে সকল গলৎ মাছায়েল প্রচলিত আছে, তাহা সংশোধন করা হইয়াছে। মূল্য ৶০ আনা।

কেতাব পাইবার ঠিকানা—

হাকির এনায়েতুল্লা।

মোজাদ্দেদীয়া লাইব্রেরী

সাং ফুরফুরা শরীফ, পোঃ দক্ষিণডিহি, হুগলী।

Scanned by CamScanner

ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব কেবলার শেজরা

নাহ্‌মাদোহু অ-নোছল্লী আলা রাছুলিহিল্ করীম্।

১। কোদ্‌অয়াতুছ-ছালেকীন, জোব্দাতোল্-আরেফীন, কোতোবে-রব্বানী, আলেমে হক্কানী, আফ্‌তাবে-শরীয়ত, মাহতাবে-তরিকত, শায়খোল্ মিল্লত, আমিরে শরিয়ত অ ছদরে জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা জনাব হজরত পীর দস্তগীর মখদুম মওলানা শাহ্ স্থফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দিকী সাহেবের নিকট তরিকায়ে নক্‌শবন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, চিশ্‌তিয়া, কাদেরিয়া ও অয়ছিয়া-মোহাম্মদীয়ায় মুরিদ হইয়াছে।
২। তাঁহার পীর কোতোবোল্ এরশাদ্ হজরত মাওলানা শাহ্ ছুফী ফতেহ্ আলী সাহেব কোদ্দেছা ছিরে হুল আজীজ।
৩। তাঁহার পীর জোব্দাতোল্ আরেফীন হজরত শাহ্ স্থফী নূর মোহাম্মদ সাহেব। ৪। তাঁহার পীর হজরত ছৈয়দ আহম্মদ মোজাদ্দেদ সাহেব। ৫। তাঁহার পীর হজরত মাওলানা শাহ আবদুল আজীজ সাহেব। ৬। তাঁহার পীর

Scanned by CamScanner

হজরত মণ্ডল না শাহ অলিউল্লাহ সাহেব। ৭। তাঁহার পীর হজরত শেখ আবদুর-রহিম সাহেব [ইনি চারি তরিকায় একাধিক পীরের নিকট মুরীদ হইয়াছিলেন] তাঁহার **চিশ্‌তিয়া তরীকার পীরগণের নামঃ—** ৮। তাঁহার পীর হজরত রফিউদ্দীন। ৯। তাঁহার পীর শেখ কোতবে আলম। ১০। তাঁহার পীর শেখ নজমল হক। ১১। তাঁহার পীর শেখ আবদুল আজিজ। ১২। তাঁহার পীর হজরত কাজীখান ইউছোফ নাছেহী। ১৩। তাঁহার পীর শেখ হোছেন তাহের। ১৪। তাঁহার পীর ছৈয়দ রাজা হামেদ। ১৫। তাঁহার পীর খেছামদ্দীন মাণিকপুরী। ১৬। তাঁহার পীর খাজায়ে নূর কোতবে আলম। ১৭। তাঁহার পীর শেখ আতাওল হক্। ১৮। তাঁহার পীর শেখ আখি সেরাজ। ১৯। তাঁহার পীর হজরত সোলতানুল আওলিয়া খাজা নেজামদ্দিন সাহেব। ২০। তাঁহার পীর হজরত ফরীদুদ্দিন শকরগঞ্জ। ২১। তাঁহার পীর খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী। ২২। তাঁহার পীর নায়েবে রসুলুল্লাহ খাজাময়ীনুদ্দিন চিশ্‌তি (রঃ)। ২৩। তাঁহার পীর খাজা ওসমান হারূনী। ২৪। তাঁহার পীর হাজী শরীফ জেন্দানী। ২৫। তাঁহার পীর হজরত মওদদ্ চিশ্‌তি। ২৬। তাঁহার পীর খাজা ইউছোফ চিশ্‌তি। ২৭। তাঁহার পীর খাজা মোহম্মদ চিশ্‌তি। ২৮। তাঁহার পীর খাজা আবু আহমদ চিশ্‌তি। ২৯। তাঁহার পীর খাজা আবু এছহাক চিশতি। ৩০। তাঁহার পীর শেখ ওলুয়ে দীনুয়ারী। ৩১।

Scanned by CamScanner

তাঁহার পীর হজরত আবু হোরায়রা বছরী। ৩২। তাঁহার পীর হজরত হোজায়ফা মারা'শী। ৩৩। তাঁহার পীর সোলতানোল আরেফীন এবরাহিম আদ্‌হাম্‌। ৩৪। তাঁহার পীর হজরত ফোজায়েল এবনে আইয়্যাজ। ৩৫। তাঁহার পীর হজরত আবতুল ওয়াহেদ বেনে জায়েদ। ৩৬। তাঁহার পীর খায়রুত্তাবেয়ীন হজরত হাছান বছরী। ৩৭। তাঁহার পীর আমিরুল মু'মেনিন হজরত আলী কার্‌রামাল্লাহো আজহাহু। ৩৮। তাঁহার পীর ছইয়েতুল আম্বিয়া জনাব হজরত আহমদ মজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহো আলায়হে অ-ছাল্লাম।

[কাদেরিয়া তরীকার পীরগণের নামঃ—শেখ হজরত আবতুর রহিম সাহেব হইতে] ৮। তাঁহার পীর সৈয়দ আবতুল্লাহ আক্‌বর আবাদী। ৯। তাঁহার পীর হজরত আদম বানুরী। ১০। তাঁহার পীর হজরত শেখ আহমদ ছরহেন্দী মোজাদ্দেদে আলফেছানী। ১১। তাঁহার পীর শেখ আবতুল আহাদ। ১২। তাঁহার পীর শাহ কামাল। ১৩। তাঁহার পীর শাহ ফোজায়েল। ১৪। তাঁহার পীর সৈয়দ গাদার রহমান। ১৫। তাঁহার পীর সৈয়দ সামছুদ্দিন আরেফ। ১৬। তাঁহার পীর সৈয়দ গাদার রহমান বেন আবুল হোসেন। ১৭। তাঁহার পীর শেখ শামছুদ্দিন ছহরারী। ১৮। তাঁহার পীর সৈয়দ আকীল। ১৯। তাঁহার পীর হজরত সৈয়দ বাহাউদ্দীন। ২০। তাঁহার পীর হজরত

Scanned by CamScanner

আবদুল ওহাব। ২১। তাঁহার পীর সৈয়দ শরফুদ্দিন কেতাল। ২২। তাঁহার পীর সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক। ২৩। তাঁহার পীর হজরত গওছোল আ'জম শেখ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জীলানী। ২৪। তাঁহার পীর শেখ আবুছঈদ মখজুমী। ২৫। তাঁহার পীর শেখ আবুল হোসেন কোরায়শী। ২৬। তাঁহার পীর শেখ আবুল ফারাহ তারতুছী। ২৭। তাঁহার পীর শেখ আবদুল ওয়াহেদ তমীমী। ২৮। তাঁহার পীর হজরত আবুবকর শিবলী। ২৯। তাঁহার পীর হজরত জোনায়েদ বগদাদী। ৩০। তাঁহার পীর আবুল হোছেন ছরিছকৃতি। ৩১। তাঁহার পীর শেখ মা'রূফ কুর্খী। ৩২। তাঁহার পীর এমাম আলী রেজা। ৩৩। তাঁহার পীর এমাম মুছাকাজেম। ৩৪। তাঁহার পীর এমাম জা'ফর ছাদেক। ৩৫। তাঁহার পীর এমাম মোহাম্মদ বাকের। ৩৬। তাঁহার পীর এমাম হজরত জয়নাল আবেদীন। ৩৭। তাঁহার পীর ছইয়েদোশশোহাদা এমাম হোছায়েন (রাঃ)। ৩৮। তাঁহার পীর আমিরুল মু'মেনীন্ হজরত আলী কার্রামাল্লাহো আজহাহু। ৩৯। তাঁহার পীর ছইয়েদুল্ আম্বিয়া হজরত আহমদ মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম।

[নাক্শবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরীকার পীর-গণের নাম ঃ—মোজাদ্দেদে আল্ফেছানী হইতে] ১১।

Scanned by CamScanner

তাঁহার পীর খাজা বাকী বিল্লাহ। ১২। তাঁহার পীর খাজা আমকন্‌কি। ১৩। তাঁহার পীর হজরত দরবেশ মোহাম্মদ। ১৪। তাঁহার পীর হজরত জাহেদ। ১৫। তাঁহার পীর আবদুল্লা আহরার। ১৬। তাঁহার পীর হজরত এয়াকুব চর্‌খী। ১৭। তাঁহার পীর এমামোশ্‌-শরিয়ত ও তরিকত হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দী। ১৮। তাঁহার পীর শাহ আমীর সৈয়দ কালাল। ১৯। তাঁহার পীর খাজা বাবা শাম্মাছী। ২০। তাঁহার পীর খাজা আলী রমিতনী। ২১। তাঁহার পীর খাজা মাহমুদুল্‌ খবির ফাগনুবী। ২২। তাঁহার পীর খাজা আরেফ রেওগরি। ২৩। তাঁহার পীর খাজা আবদুল খালেক গেজদওয়ানি। ২৪। তাঁহার পীর খাজা ইউছোফ হামদানী। ২৫। তাঁহার পীর খাজা আবু আলি ফারমূদি। ২৬। তাঁহার পীর এমাম আবুল কাছেম কোরায়শী। ২৭। তাঁহার পীর আবু আলী দক্কাক। ২৮। তাঁহার পীর আবুল কাছেম নছিরাবাদী। ২৯। তাঁহার পীর হজরত আবুবকর শিবলী। ৩০। তাঁহার পীর হজরত জোনায়েদ্‌ বাগ্দাদী। ৩১। তাঁহার পীর আবুল হোছেন ছরিছকৃতি। ৩২। তাঁহার পীর শেখ মা'রূফ কুর্‌খী। ৩৩। তাঁহার পীর এমাম আলী রেজা। ৩৪। তাঁহার পীর এমাম মুছা কাজেম। ৩৫। তাঁহার পীর এমাম জা'ফর ছাদেক। ৩৬। তাঁহার পীর ছইয়েদুত্তাবেয়ীন্‌ কাছেম বেন মোহাম্মদ। ৩৭। তাঁহার পীর ছাহাবা হজরত ছালমান্‌ ফারছী। ৩৮। তাঁহার পীর

Scanned by CamScanner

আমিরুল মুমেনিন হজরত আবুবকর সিদ্দিক রাদী আল্লাহো তা'লা আন্‌হো। ৩৯। তাঁহার পীর ছইয়েদুল্ আম্বিয়া হজরত আহমদ মোজ্‌তবা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম।

Scanned by CamScanner